কালের কণ্ঠ

তারিখ ০1 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ঢাবিতে এবারও ছাত্র প্রতিনিধি ছাড়া সিনেট অধিবেশন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

দেশ ও মানুষের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের গৌরব মিশে আছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্বের সঙ্গে, ২৫ বছর ধরে সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ছাত্র প্রতিনিধি ছাড়া। দেশের মর্যাদাপূর্ণ ও অন্যতম সর্বোচ্চ এ বিদ্যাপীঠে গতকাল বৃহস্পতিবারও ছাত্র প্রতিনিধি ছাড়া সিনেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা অধ্যাদেশ ১৯৭৩ অনুযায়ী সিনেটে পাঁচজন ছাত্র প্রতিনিধি থাকার নিয়ম রয়েছে।

গতকাল বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে শীতকালীন সিনেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। গতকালের অধিবেশনে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পাকিস্তানের অবস্থান, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও বিএনপি নেতা গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের বক্তব্যের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনা হয়েছে। এর প্রতিবাদে সাদা দলের শিক্ষকরা অধিবেশন ত্যাগ করেন। অধিবেশনের নির্ধারিত বক্তব্যে সিনেট সদস্যরা ডাকসুর নির্বাচন দাবি, শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও ক্যাম্পাসের সার্বিক উন্নয়নে বেশ কিছু প্রস্তাব তুলে ধরেন।

ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি : শীতকালীন সিনেট অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয় ও আবাসিক হলের সহ-শিক্ষা কার্যক্রম চালুর দাবি জানান সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন থেকে ডাকসু নির্বাচন বন্ধ রয়েছে। গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে নির্বাচন খুব জরুরি।' এ বক্তব্যকে সমর্থন করে সিনেট সদস্য মনজুরুল আহসান বুলবুল বলেন, একসময় জাতীয় নেতৃত্ব তৈরিতে ডাকসু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ডাকসু বন্ধ রয়েছে। কাজেই ডাকসু নির্বাচন দেওয়া প্রয়োজন।'

খালেদা-গয়েশ্বরের বক্তব্যে নিন্দা : মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের সংখ্যা নিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বিএনপি নেতা গয়েশ্বর চন্দ্রের আপত্তিকর বক্তব্যে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শীতকালীন সিনেট অধিবেশনে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি মাহফুজা খানম এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অন্য সদস্যরাও প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য দেন। সিনেটের সভাপতি উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। এমনকি সিনেটের কয়েকজন সদস্যও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের কারণে স্বাধীন বাংলাদেশে বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতি বন্ধ করারও দাবি জানান।

সাদা দলের প্রতিবাদ : সিনেট অধিবেশনের প্রথম পর্বে খালেদা জিয়া ও গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের বক্তব্যে সিনেট সদস্যরা নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করলেও বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকরা প্রতিবাদ করেননি।